সংবাদ

তারিখ 18 NOV 2012 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

দশমিনায় ৭ মাদ্রাসা ছাত্রীর আত্মাহুতির ঘোষণা!

প্রতিনিধি, দশমিনা (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বড় গোপালদী অজুফা খানম বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ৭ ছাত্রী ডিসেম্বর মাসে আত্মাহুতি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এরা হলো নাদিয়া আফরোজ তামান্না, সানিয়া আক্তার, তানিয়া আক্তার, ফারজানা আক্তার, সাথী আক্তার, নাজনিন বেগম ও সাবিনা আক্তার। এদিকে ওই ছাত্রীদের অভিভাবকরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার বরাবরে মেয়েদের জীবন রক্ষার্থে আবেদন করেছেন।

আত্মহত্যার ঘোষণার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, —চলতি বছরে ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ইএফএফ (ইলেকট্রনিক ফরম ফিলাপ) কার্যক্রম সম্পন্ন করতে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইট http://www.bmeb.gov.bd এর ইএফএফ লিংকে নিয়মিত ছাত্রীদের চূড়ান্ত তালিকায় উপজেলার বড় গোপালদী অজুফা খানম বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ২০১৩ সালের ৭ জন দাখিল পরীক্ষার্থীর নাম নিয়মিত তালিকায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসা সূত্র জানায়, গত বছর ছাত্রীদের ইএসআইএফ (ইলেকট্রনিক স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ফরম) পূরণের সময় প্রতিষ্ঠানের সুপার মাও. মোস্তাফিজুর রহমান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় চিকিৎসারত থাকায় যথাযথ কার্যক্রম সম্পন্ন না করায় ফরম পূরণের সম্ভাব্য নিয়মিত তালিকায় ৭ ছাত্রীর নাম এন্ট্রি হয়নি।

ছাত্রীদের অভিভাবক আমজাদ হোসেন, সিদ্দিক মৃধা, নাসির মৃধা, ইউনুচ হাওলাদার, নুরুল হক, আবদুস ছালাম ও আবদুল কাদেরের সঙ্গে ফরম পূরণের ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা উল্লেখ করেন, দেশব্যাপী ২০১৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় নাদিয়া আফরোজ তামান্না, সানিয়া আক্তার, তানিয়া আক্তার, ফারজানা আক্তার, সাথী আক্তার, নাজনিন বেগম ও সাবিনা আক্তার আসন্ন ফরম পূরণ না হলে কার্যক্রম চলাকালীন ডিসেম্বর মাসে আত্মহুতির হুমকি প্রদান করেন। এ ঘটনায় মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি ফরম পূরণের লক্ষ্যে মৌন সিদ্ধান্তে ছাত্রীরা ভরসা না পেয়ে কান্নাকাটি করাসহ নিয়মিত খানাপিনা ছেড়ে দেয়। বিষয়টি ম্যানেজিং কমিটি রেজ্যুলেশন করে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন।